প্রশ্ন ৪। বিকল্প আয় ও অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। কোন্ অবস্থায় কোন্ উপাদানের আয়কে অর্থনৈতিক খাজনারূপে গণ্য করা চলে?

অথবা, সংক্ষেপে খাজনার আধুনিক তত্ত্ব আলোচনা কর।

উত্তর : রিকার্ডোর মতে প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর, যথা—জমির যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মোটামুটিভাবে প্রতিটি উৎপাদনের উপকরণের যোগান অস্থিতিস্থাপক। সুতরাং, খাজনা শুধু জমির ক্ষেত্রেই দেখা দেয় না। অন্যান্য উপকরণও অর্থনৈতিক খাজনা বা উদ্বৃত্ত পেয়ে থাকে।

খাজনার আধুনিক সংজ্ঞা : খাজনা হল যে কোন উপকরণের প্রকৃত আয় এবং বিকল্প আয় বা ন্যূনতম যোগান দামের পার্থক্য। ন্যূনতম যোগান দাম হল এমন একটি দাম বা আয় যা না দিলে উপকরণটির যোগান দেখা দেবে না। প্রতিটি উপকরণেরই বিকল্প ব্যবহারের সুযোগ আছে। যথা — একই জমিতে ধান চাষ, পাট চাষ ও গম চাষ করা যেতে পারে। একই শ্রমিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে পারে। কোন উপকরণের ন্যূনতম যোগান দাম নির্ভর করে ঐ উপকরণ অন্য কাজে নিয়োজিত হলে যা দাম পায় তার ওপর। ধরা যাক, একই জমিতে ধান চাষ করলে 50 টাকা ও গম চাষ করলে 40 টাকা উদ্বৃত্ত হয়। এই অবস্থায় জমিটির ধান চাষের বিকল্প ব্যবহার গম চাষে। সুতরাং, জমিটিকে ধান চাষে ব্যবহার করলে ন্যূনতম যোগান দাম বা বিকল্প আয় 40 টাকা দিতে হবে। এই ন্যূনতম দাম না দিলে জমিটি গম চাষে ব্যবহৃত হবে। আর, প্রকৃত আয় হল বাস্তবে উপাদানটি যা আয় করে। অতএব,

অর্থনৈতিক খাজনা = প্রকৃত আয় – ন্যূনতম যোগন দাম।

মনে কর, একজন অধ্যাপকের ন্যূনতম যোগান দাম 7,200 টাকা। এই ন্যূনতম পারিশ্রমিক না পেলে অধ্যাপক অন্যত্র (যেখানে 7,200 টাকার বেশি দেওয়া হবে) নিয়োজিত হবেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আয় করেন 7,500 টাকা। সুতরাং, অধ্যাপকটি 300 টাকার মতো উদ্বৃত্ত বা অর্থনৈতিক খাজনা পেয়ে থাকেন। এই উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে শ্রমের ক্ষেত্রেও (এবং অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রেও) খাজনা দেখা দেয়।

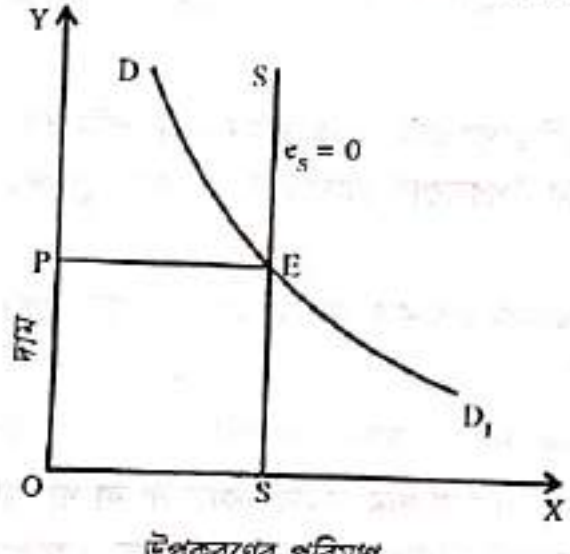

5.5 নং চিত্র : সমস্ত আয়ই খাজনা

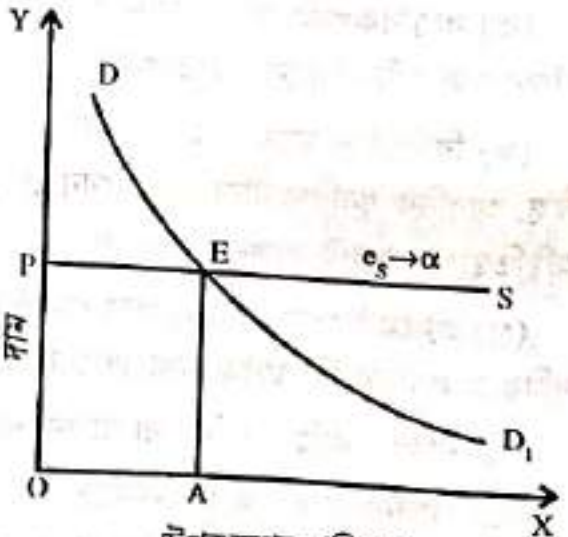

5.6 নং চিত্র : শূন্য খাজনার অবস্থা

খাজনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা : আধুনিক তত্ত্বে খাজনা উপাদানের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ধরা যাক, জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। তবে স্বল্পকালে অনেক উপাদানেরই যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। 5.5 নং চিত্রে কোন একটি উপাদানের যোগান রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখার অর্থ হল উপাদানের পারিশ্রমিক শূন্যই হোক বা বেশিই হোক উপাদানের যোগনের কোন হেরফের হয় না। উপাদানের যোগান দাম শূন্য হলেও সমাজে OS পরিমাণ উপাদানটির যোগান দেখা দেয়। উপাদানের চাহিদা রেখা DD_1 যোগান রেখা SS_1 কে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই অবস্থায় উপাদানটির প্রকৃত আয় OPES পরিমাণ ও ন্যূনতম যোগান দাম শূন্য। তাই, উপাদানটির প্রকৃত আয়ের সবটাই আমরা খাজনা বলে গণ্য করতে পারি।

5.6 নং চিত্রে PS যোগান রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। সুতরাং, উপকরণটির ন্যূনতম যোগান দাম OP পরিমাণ। DD_1 চাহিদা রেখা PS যোগান রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করায় উপাদানটির প্রকৃত আয় OAEP পরিমাণ দাঁড়ায়। উপাদানটির প্রকৃত আয় ও ন্যূনতম যোগান দাম সমান হওয়ায় কোন খাজনা বা উদ্বৃত্ত দেখা দেয় না।

বাস্তবে যোগান রেখা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক না হয়ে ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়। 5.7 নং চিত্রে SS_1 এমন কোন একটি উপাদানের যোগান রেখা। উপাদানের পারিশ্রমিক বাড়লে তার যোগান বাড়ে। অন্ততপক্ষে OS পরিমাণ পারিশ্রমিক উপাদানটির প্রথম এককের জন্য দিতে হবে। এখন উপাদানের যোগান বাড়তে থাকলে ন্যূনতম যোগান দামও বাড়বে। DD_1 চাহিদা রেখা SS_1 রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করায় OM-তম উপাদানের প্রকৃত আয় (OP) ও ন্যূনতম যোগান দাম (OP) সমান হয়। অতএব OM-তম উপাদানের কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা নেই। OM পর্যন্ত উপাদানের প্রতিটি এককই সমান পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু, OM অপেক্ষা কম সংখ্যক উপাদান নিয়োগে খাজনার উৎপত্তি হয়। যথা, OM_1-তম উপাদানের ন্যূনতম যোগান দাম M_1N_1 এবং প্রকৃত আয় $M_1P_1(=OP)$। অতএব, উপকরণের ঐ এককটি P_1N_1 পরিমাণ অর্থনৈতিক খাজনা পায়। অনুরূপভাবে, OM_2 -তম উপাদান N_2P_2 পরিমাণ অর্থনৈতিক খাজনা পায়। কিন্তু OM-তম উপাদানের কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা নেই। রিকার্ডোর ভাষায় উপকরণের এই এককটি প্রান্তিক একক। মোট OM-সংখ্যক উপাদানটির ন্যূনতম যোগান দাম OSEM পরিমাণ ও প্রকৃত আয় OPEM পরিমাণ হওয়ায় OM সংখ্যক উপাদানের উদ্বৃত্ত বা খাজনার পরিমাণ হয় PES পরিমাণ।

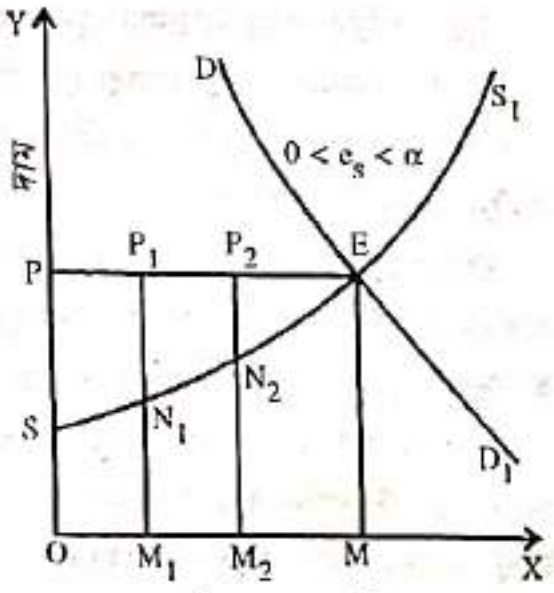

5.7 নং চিত্র : স্থানান্তর-আয় ও খাজনার সংমিশ্রণ

অতএব, আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে তার আয়ের সবটাই খাজনা হয়। উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক না হলে তার আয়ের কিছুটা অংশ খাজনা হয়। কিন্তু উপাদানের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে খাজনা দেখা দেয় না। আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী উৎপাদনের প্রতিটি উপাদানই কিছু না কিছু খাজনা পায়।

পরিশেষে, আধুনিক খাজনাতত্ত্বের অন্যতম অবদান হল যে খাজনা দামকে প্রভাবিত করতে পারে। রিকার্ডো বলেন যে জমির যোগান সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় জমির কোন বিকল্প আয় নেই বা যোগান-দাম শূন্য বলে ফসলের দাম বাড়লে জমির খাজনা বাড়ে। অর্থাৎ, খাজনা দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু, আধুনিক অর্থবিদরা মনে করেন যে জমির যোগান সমাজের দিক থেকে স্থির হলেও কোন শিল্পের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে জমির যোগান নির্দিষ্ট নয়। কারণ, জমির বিকল্প ব্যবহার আছে। একই জমিতে ধান চাষ বা গম চাষ বা পাট চাষ করা যায়। পূর্ববর্তী উদাহরণে ধান উৎপাদনে নিযুক্ত জমির বিকল্প আয় বা ন্যূনতম যোগান দাম যখন 40 টাকা তখন জমিটিতে ধান উৎপাদন করলে খাজনা হয় 50 টাঃ – 40 টাঃ = 10 টাকা। এখন গম উৎপাদনে জমির আয়ের পরিমাণ বাড়লে ধান্যোৎপাদনে জমির ন্যূনতম যোগান রেখা ওপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করে ধানের দাম বাড়িয়ে দেবে। অতএব, শিল্পের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে বিচার করলে খাজনা দামকে প্রভাবিত করে।